বুদ্ধদেব প্রবর্তিত দ্বিতীয় আর্যসত্য

চার্বাক ব্যতিরেকে প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকগণ এমনকি বেদ-উপনিষদেও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ অবিদ্যাকে জীবের যাবতীয় দুঃখ বা বন্ধনের কারণ ও তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যাকে দুঃখমুক্তি বা বন্ধন মুক্তির কারণ বলেছেন। বৌদ্ধমতেও অবিদ্যাই যাবতীয় দুঃখের কারণ। তবে সেই অবিদ্যা হল চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। এই চারটি আর্যসত্য হল ক) দুঃখ আছে বা এ জীবন দুঃখময় খ) দুঃখ সমুদায় বা দুঃখের কারণ আছে, গ) দুঃখনিরোধ বা দুঃখের নিবৃত্তি আছে ও ঘ) দুঃখনিরোধমার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির যথাযথ উপায় আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় আর্যসত্য।

বুদ্ধদেব যেমন জগৎ ও জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তেমনি তিনি দুঃখের কারণও নির্দেশ করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণকে দুঃখসমুদায়' বলা হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কারণ সম্পর্কের ওপর এই দ্বিতীয় আর্যসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীতাসমুৎপাদ নিয়মানুসারে এ জগতে কোন কিছুই বিনা কারণে ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উৎপন্ন হয়। প্রতিটি ঘটনাই কোন কারণ বশতঃ ঘটে থাকে। সুতরাং দুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না। এই দুঃখেরও কোন না কোন কারণ থাকবে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্য ও শোক সংক্ষেপে এই জরা-মরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম। জন্ম না হলে এত সব দুঃখ-ভোগ হতোই না। সুতরাং জন্মই এই সকল দুঃখের কারণ। জন্মেরও আবার কারণ আছে। জন্মলাভের বাসনা বা 'ভব' জন্মের কারণ। ভব মানে 'হওয়া' অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্যকুলতা।

কিন্তু এই ব্যাকুলতারই বা কারণ কি ? এর কারণ হল উপাদান বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যদি আমাদের সংযোগ না হত তাহলে এদের প্রতি আকর্ষণ আমরা অনুভব করতাম না, ফলে এদের ভোগের জন্য আমাদের জন্ম লাভের বাসনাও জন্মাতো না। কিন্তু জাগতিক বস্তু সংযোগ বা উপাদানের কারণ কি ? তৃষ্ণা বা ভোগ বাসনাই এই সংযোগের কারণ। জাগতিক বস্তু আমরা ভোগ করতে চাই বা এদের সম্বন্ধে আমাদের তৃষ্ণা আছে, তাই বস্তুর সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হই। কিন্তু বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের তৃষ্ণা হয় কেন ? এদের সম্বন্ধে আমাদের তৃষ্ণা জন্মাতো না যদি না এদের পূর্বে তৃপ্তিদানের পরিচয় না পেতাম। সুতরাং পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা ‘বেদনা’ই তৃষ্ণার কারণ।

এই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সম্ভব নয় যদি না বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হত। সুতরাং স্পর্শই বেদনার কারণ। আবার স্পর্শই হত না যদি ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক ও মন) না থাকতো। ইন্দ্রিয় না থাকলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংস্পর্শ হবে কি করে ? ইন্দ্রিয়কে 'ষড়ায়তন' বলে। সুতরাং ষড়ায়তন স্পর্শের কারণ। আবার ষড়ায়তন দেহ-মন-গ্রন্থী ভিন্ন সম্ভব নয়। দেহ-মন গ্রন্থীকে 'নামরূপ' বলা হয়। সুতরাং নামরূপ ষড়ায়তনের কারণ। এই নামরূপ বা দেহ-মন গ্রন্থীর জন্য একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। 'নামরূপ'ই মানুষের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রকাশ। এই নামরূপ বা দেহ-মন গ্রন্থী যদি মৃত হয়, অর্থাৎ যদি এর চৈতন্য বা 'বিজ্ঞান' না থাকত তবে মাতৃগর্ভে এর বৃদ্ধি ঘটত না। সুতরাং বিজ্ঞানই নামরূপের কারণ।

আবার মাতৃগর্ভস্থিত দেহ-মন গ্রন্থী বা ভ্রূণের ‘বিজ্ঞান’ পূর্বজীবনের সংস্কারেরই ফল। সুতরাং পূর্বজীবনের সংস্কার ‘বিজ্ঞান’-এর কারণ। আমাদের পূর্ব জীবনের অতীত কর্মের পুঞ্জীভূত সংস্কারই বর্তমান জীবনের জন্য দায়ী। এই সংস্কার আবার আমাদের অজ্ঞান বা ‘অবিদ্যা’র জন্য। আমরা যদি জাগতিক অস্তিত্বের সত্যরূপ অর্থাৎ এর ক্ষণস্থায়িত্ব, দুঃখ-দুর্দশা-বিধুরতা জানতাম, তবে কর্ম করার প্রবৃত্তিই জন্মাতো না। ফলে জন্মও হত না। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক অস্তিত্বের সত্যরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বা ‘অবিদ্যা’ই আমাদের সংস্কারের মূল। তাই বলা যায় ‘অবিদ্যা’ই আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ।

সংক্ষেপে -

১) জীবনে দুঃখ আছে এবং সেই দুঃখের কারণ

২) জাতি বা পুনর্জন্ম; পুনর্জন্মের কারণ

৩) ভব বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা; এই ব্যাকুলতার কারণ

৪) উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি; এই আসক্তির কারণ

৫) তৃষ্ণা বা ভোগ বাসনা; তৃষ্ণার কারণ

৬) বেদনা বা ইন্দ্রিয় সুখ; ইন্দ্রিয় সুখের কারণ

৭) স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ; স্পর্শের কারণ

৮) ষড়য়াতন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়; ষড়য়াতনের কারণ

৯) নামরূপ বা দেহ-মনের সংগঠন; নামরূপের কারণ

১০) বিজ্ঞান বা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রাথমিক চেতনা; বিজ্ঞানের কারণ

১১) সংস্কার বা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতার ছাপ; সংস্কারের কারণ

১২) অবিদ্যা বা চারটি মহান সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ।

দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলকে বৌদ্ধ দর্শনে ‘দ্বাদশ-নিদানচক্র’ বা ‘ভবচক্র’ বলা হয়।

দ্বাদশ নিদান চক্র কখনও কখনও এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, যার ফলে অতীত, বর্তমান ও ভাবী জীবন কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যায়, বর্তমান জীবনকে অতীত জীবনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ভাবী জীবনকে বর্তমান জীবনের মাধ্যমে। দ্বাদশ নিদান নিম্নরূপভাবে অতীত, বর্তমান ও ভাবী জীবন ব্যাপ্ত করে কারণ থেকে কার্য নির্দেশ করার জন্য সাজানো যেতে পারে -

১) অবিদ্যা
২) সংস্কার
৩) বিজ্ঞান

পূর্বজন্ম

৪) নামরূপ
৫) ষড়ায়তন
৬) স্পর্শ
৭) বেদনা
৮) তৃষ্ণা
৯) উপাদান

বর্তমান জীবন

১০) ভব
১১) জাতি
১২) জরা-মরণ

পরজন্ম

উক্ত তালিকাটির দ্বারা সহজে উপলব্ধ হয় অতীত, বর্তমান ও ভাবী জীবনের মধ্যে কি সুন্দর যোগসূত্র বর্তমান। অবিদ্যা হেতুই সংস্কার এবং অতীত জীবনের সংস্কারই বর্তমান জীবনের হেতু। বর্তমান জীবনের যে ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণা তাই কর্মফলভোগের মাধ্যমে পূনর্জন্ম ঘটায় এবং জীবনকে পুনরায় জরা-মরণের অধীনস্থ করে। আর এইভাবে জীব সংসারচক্রে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ